অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, রব্বে কারিমের অনুগ্রহ এবং সাহায্যে বইটি পাঠকের জন্য উন্মুক্ত করার উপযুক্ত হয়েছে। অনুবাদ করার ক্ষেত্রে বইয়ের ভাষা সহজবোধ্য এবং সাবলীল করতে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। বইটিতে আলোচিত হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের শাহাদাত বরণের হৃদয়বিদারক সব ঘটনা। নবি-রাসুলগণের পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনায় কুরআন-হাদিস সুশোভিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

> মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম হলো আমার যুগের লোকেরা। তারপর তাদের পরবর্তী যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ।

এই হাদিসে 'আমার যুগের লোকেরা' মানে হলো সাহাবায়ে কেরাম। আল্লাহ তাআলার এই দ্বীন আল্লাহর জমিনে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরাম ছড়িয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আমানত মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং ইসলাম নামের এই ছায়াবৃক্ষের বীজ মানুষের অন্তরে বপন করার জন্য তারা অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, জিহাদ করেছেন, শাহাদাত বরণ করেছেন।

শহিদ সাহাবিগণের শাহাদাত বরণের সেই বর্ণনাগুলোই ওঠে এসেছে এই বইয়ে। আমি নিশ্চিত, এই বই পড়ার সময় পাঠকের চোখ বারবার ভিজে ওঠবে। দ্বীনের জন্য সাহাবায়ে কেরামের ত্যাগ ও ভালোবাসায় পাঠকের হৃদয় সিক্ত হবে। সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অদ্ভুত রকম ভালবাসা তৈরি হবে এবং শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা মনের ভেতর জাগ্রত হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটি প্রকাশে উদ্যোগ নেওয়ায় অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রকাশক আশিকুর রহমান ভাইকে। পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে নিঃসংকোচে আমাদেরকে জানাবেন এবং এই বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সম্পৃক্ত সবাইকে দুআয় স্মরণ রাখবেন।

—মিনারুল ইসলাম
জামিয়া মাহমুদিয়া ইসহাকিয়া
মানিকনগর, ঢাকা-১২০৩

সম্পাদকের কথা

‘শাহাদাত’ প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ে লালিত একটি স্বপ্ন। সত্যিকারের মুসলিমরা মহান রবের মনোনিত দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনের মায়া-মোহ ত্যাগ করে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেন। শরীরের তাজা রক্ত বিলিয়ে দেন মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য। শাহাদাতের শরাব পান করেন পরম তৃপ্তির সঙ্গে। সাহাবায়ে কেরাম সেই সৌভাগ্যবান মানুষ, যাদের রক্তের বিনিময়ে ইসলাম আজ আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাদের বুক চিরে ঝরেছে রক্ত, কিন্তু সেই রক্তে সিক্ত হয়েছে ঈমানের বাগান; তাদের প্রাণ নিঃশেষ হয়েছে, কিন্তু সেই প্রাণ দিয়েই সঞ্জীবিত হয়েছে ইসলামের ইতিহাস।

‘সাহাবিদের শাহাদাত বরণ’ চমৎকার একটি বই। এতে তুলে ধরা হয়েছে সেই বীর সাহাবিদের গৌরবময় কাহিনি, যারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে থেকে সত্যের পতাকা রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। যাদের পিছু হটার সময় গোড়ালি রক্তাক্ত হয়নি; বরং সামনের দিকে এগোতে গিয়েই বুক ফেটে রক্ত ঝরেছে, আর সেই রক্তেই রঞ্জিত হয়েছে তাদের পদযুগল। তারা ছিলেন সাহসের প্রতীক, ঈমানের অগ্নিশিখা এবং আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জনের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। তাদের প্রতিটি শাহাদাতের ঘটনা শুধু একটি ইতিহাস নয়, বর একেকটি আলোক শিখা—যা আমাদের ভেতর ঈমানের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, দুনিয়ার মায়া থেকে দূরে সরিয়ে আখেরাতের পথে ডেকে আনে।

আমাদের আশা, এ বইটি শুধু তথ্যের ভাণ্ডার হয়ে থাকবে না; বরং পাঠকের অন্তরে জাগিয়ে তুলবে সাহাবিদের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, তাদের মতো বাঁচার অনুপ্রেরণা, আর মৃত্যুর পর শাহাদাতের মহান আকাঙ্ক্ষা।

আমরা কৃতজ্ঞ সেই শহিদ সাহাবিদের প্রতি, যাদের স্মৃতির ওপর দাঁড়িয়ে আজ ইসলাম টিকে আছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকেও তাদের পথের অনুসারী বানান।

— মাহমুদুল্লাহ মুহিব
(সম্পাদক)

সূচিপত্র

শহিদের প্রকারভেদ	১৭
শহিদী মৃত্যু কামনায় দুআ	১৮
শহিদী মৃত্যু লাভের আমল	১৯
শাহাদাতের ইচ্ছা না থাকার ক্ষতি	১৯
জিহাদের আকাঙ্ক্ষা করো	১৯
অন্য আরেক দৃষ্টিতে শহিদের প্রকার	২০
যারা শহিদের মর্যাদা পাবেন	২১
শহিদের কাফন	২৩
শহিদের জানাজা	২৩
শহিদের পুরস্কার	২৪
ইসলামে প্রথম তরবারি	২৫
ইসলামের প্রথম শহিদা সুমাইয়া রা.	২৬
উমর রা.	২৮
উসমান বিন আফফান রা.	৩১
আলি রা.	৩৯
সাইয়িদুশ-শুহাদা হামজা রা.	৪১
আবু দাহদাহ রা.	৪৮
উয়াইস আল-কারনি রাহ.	৪৯
আকরা বিন হাবিস রা.	৫০
আবু কায়েস বিন হারেস রা.	৫১
উম্মে ওয়ারাকা বিনতে আবদুল্লাহ রা.	৫২
আবু জায়েদ রা.	৫৩
আবু আমরাহ রা.	৫৪

আবান বিন সায়িদ আল কুরাইশি রা. ৫৭
হজরত আনাস বিন নাযার রা. ৫৯
এক আনসারি সাহাবি রা.-এর শহিদ হওয়ার ঘটনা ৬১
সাতজন আনসারি সাহাবি রা.-এর শাহাদাত ৬১
আবু সুফিয়ান বিন হারেস রা. ৬৩
হজরত বাশির বিন মুআবিয়া রা. ৬৫
তায়েফের বারোজন শহিদ ৬৭
সাবিত বিন কায়েস রা. ৬৮
সুমামা বিন উছাল রা. ৭১
সাবিত বিন দাহদাহ রা. ৭৫
হজরত জুলাইবিব রা. ৭৭
মুতা যুদ্ধ ও তিন সেনাপতির শাহাদাত ৭৯
জুনদুব ইবনে আমির রা.-এর বীরত্ব ও শাহাদাত ৮৩
সাইয়িদুনা হুসাইন রা. ৮৪
হানজালা রা. ১০৩
হারেসা বিন সুরাকা আনসারি রা. ১০৫
৭০ জন হাফেজ সাহাবির শাহাদাতের মর্মান্তিক ঘটনা ১০৬
হারেস বিন আবি হালাহ রা. ১১১
হজরত হুসাইল বিন ইয়ামান রা. ১১৩
হজরত খুনাইস বিন হুজাফা রা. ১১৪
খাইসামা ও তার ছেলে সাদ রা.-এর ঘটনা ১১৫
খাইসামা বিন হারেস রা. ১১৬
খালিদ বিন সাঈদ ইবনুল আস রা. ১১৭
খুবাইব বিন আদি, আসেম বিন সাবিত ও আবদুল্লাহ বিন উনাইস রা. ১১৮
আসেম বিন সাবিত রা. ১২০
খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ১২২
খানসা রা. ও তার চার ছেলের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ১২৫
হারেস বিন সুম্মাহ রা. ১২৭
হাকিম বিন কাইসান রা. ১২৯
হারেস ইবনে হিশাম রা. ১৩০
হাবিব বিন জায়েদ আনসারি রা. ১৩১
খারিজা ইবনে জায়েদ আবি জুহাইর রা. ১৩৩
খুজাইমা বিন সাবিত রা. ১৩৪

খাল্লাদ বিন সুওয়াইদ রা. ১৩৬
জাকওয়ান বিন আবদে কায়েস আনসারি রা. ১৩৭
যুশ-শিমালাইন বিন আবদু আমর আল-মুহাজিরি রা. ১৩৮
ইবনে রাওয়াহা রা. ১৩৮
রাফে ইবনে মালিক রা. ১৪৩
ইবনে জুবাইর রা. ১৪৩
জুবাইর ইবনে আওয়াম রা. ১৪৭
জুহাইর বিন কায়েস আল বালাউই রা. ১৫০
জায়েদ বিন খাত্তাব রা. ১৫১
উমাইর রা. ১৫৩
সাদ বিন রাবি আনসারি রা. ১৫৪
সুহাইল বিন আমর রা. ১৫৫
সুলাইত বিন আমর রা. ১৫৭
সালমা বিন হিশাম রা. ১৫৮
শাম্মাস বিন উসমান রা. ১৫৯
এক সাহাবির শহাদাতের ঘটনা ১৬০
সাফওয়ান বিন বাইদা রা. ১৬১
তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা. ১৬১
আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. ১৬২
হজরত ইকরিমা ইবনে আবু জাহেল রা. ১৬৩
তিন সাহাবির বিস্ময়কর ঘটনা ১৬৫
উকবা বিন নাফে রা. ১৬৫
উমাইর বিন আবি ওয়াক্কাস রা. ১৬৬
আমর ইবনে জামুহ রা. ১৬৮
আবদুল্লাহ বিন জায়েদ বিন আসেম রা. ১৭০
আবদুল্লাহ বিন সুহাইল বিন আমর রা. ১৭২
আমের বিন ফুহাইরা রা. ১৭৪
আমির বিন তুফাইল রা. ১৭৬
আবদুল্লাহ ইবনে মাখরমা রা. ১৭৮
আবদুল্লাহ বিন আতিক রা. ১৭৯
আব্বাস ইবনে উবাদাহ ইবনে নাদলাহ রা. ১৮১
উমাইর ইবনে হুম্মাম রা. ১৮২
আউফ রা. ১৮৩

আবদুল্লাহ বিন জাহাশ রা. ১৮৩
উক্কাশা রা. ১৮৫
আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম রা. ১৮৮
আমর বিন সাবিত ওরফে আসিরাম রা. ১৯১
আমর বিন উম্মে মাকতুম রা. ১৯২
আম্মার বিন ইয়াসির রা. ১৯৩
আবু দুজানা রা. ১৯৯
আবু আমরাহ রা. ২০০
খুনাইস ও আবদুল্লাহ রা.-এর দৃঢ়তা ২০১
আমির বিন আকওয়া রা. ২০৩
আব্বাদ বিন বিশর রা. ২০৫
আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল রা. ২০৭
কৃষ্ণাঙ্গ এক হাবশি গোলাম রা. ২০৭
ফিরাস বিন নাযার রা. ২০৮
মুসআব বিন উমাইর রা. ২০৯
মুরসাদ রা.-এর শাহাদাত ২১০
মালিক বিন সিনান খুদরি রা. ২১১
মাজাযাআ বিন সাওর সাদুসি রা. ২১১
মুআওয়াজ ইবনে আফরা রা. ২১৪
মুআজ ইবনে জাবাল রা. ২১৫
মুবাশ্বির বিন আবদুল মুনজির এবং আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম রা. ২১৬
মুজাযযার বিন জিয়াদ রা. ২১৭
মাআন বিন আদি রা. ২১৮
মুখাইরিক রা. ২১৯
মুসলিম বিন আওসাজাহ রা. ২২০
মাসউদ বিন হারেসা এবং আনাস বিন হিলাল আসমারি রা. ২২১
মুসান্না ইবনে হারেসাহ আশ-শাইবানি রা. ২২২
মুহাশশিম বিন উতবা ওরফে আবু হুজাইফা রা. ২২৫
নুআইম আন-নুহাম রা. ২২৬
নুআইম বিন আবদুল্লাহ রা. ২২৭
নুমান ইবনে মুকাররিন আল-মুজানি রা. ২২৯
তিনজন অজ্ঞাতনামা সাহাবি রা. ২৩২

দুজন অজ্ঞাতনামা সাহাবি রা. ২৩৩
নুমান বিন কাওকাল রা. ২৩৪
ওয়াহাব বিন কাবুস রা. ২৩৫
ওয়াহাব বিন সাদ রা. ২৩৬
ইয়াহইয়া ইবনে জায়েদ রা. ২৩৭
ইয়াজিদ বিন যুমআহ রা. ২৩৮

শহিদের প্রকারভেদ

হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শহিদ পাঁচ প্রকার: ১. যিনি মহামারীতে মারা গিয়েছেন। ২. যিনি পেটের রোগে মারা গিয়েছেন। ৩. যিনি পানিতে ডুবে মারা গিয়েছেন। ৪. যিনি কোনো কিছুর নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছেন। ৫. যিনি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন।[১]

শহিদের ধরন তিনটি

১. দুনিয়া ও আখেরাত, উভয় দিক থেকে শহিদ

তিনি হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শহিদ হয়েছেন।

২. কেবল আখেরাতের দিক থেকে শহিদ

তিনি হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে শহিদ নন, কিন্তু আখেরাতে শহিদের মর্যাদা লাভ করবেন। এক হাদিসে এসেছে—নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কাকে শহিদ মনে করো?' সাহাবাগণ উত্তর দিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, যিনি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে মারা গিয়েছেন, তাকেই আমরা শহিদ মনে করি।' তিনি বললেন, 'তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহিদের সংখ্যা খুব কম হবে!' এরপর তিনি বললেন—

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, সে শহিদ।
যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা যায়, সে শহিদ।
যে ব্যক্তি পেটের রোগে মারা যায়, সে শহিদ।
যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা যায়, সে শহিদ।
যে ব্যক্তি কোনো স্থাপনার নিচে চাপা পড়ে দুর্ঘটনায় মারা যায়, সে শহিদ।

---

১. সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম।

এমনকি যে নারী সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়, তিনিও শহিদ।[২]
এই ধরনের শহিদগণকে বলা হয়, আখেরাতের শহিদ। দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে তারা শহিদ নন। কারণ তাদেরকে গোসল দেওয়া হয়, কাফন পরানো হয়। তবে আল্লাহর কাছে শহিদদের তালিকায় তাদের নাম লেখা থাকবে।

৩. মানুষের চোখে শহিদ, আল্লাহর কাছে নয়

তারা এমন কিছু লোক যাদেরকে মানুষ শহিদ মনে করে, শহিদ বলে ডাকে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে তারা শহিদদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (নাউজুবিল্লাহ)। এর কারণ হতে পারে—তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করেননি, বরং অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জীবন দিয়েছেন। যেমন—জাতির সামনে সম্মান অর্জন, বীরত্ব প্রদর্শন, নাম কামানো ইত্যাদি।

আমরা কারও অন্তরের খবর জানি না, তাই তাদের জন্য শহিদদের মতোই কাফন ও দাফনের বিধান পালন করব। কিন্তু আল্লাহ অন্তরের খবর জানেন এবং শুধু বাইরের আবরণ দেখে মূল্যায়ন করেন না। যারা শুধুমাত্র লোক দেখানো বা অন্য উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে মারা যায়, তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে শহিদ নন। এমনকি যদি তারা মুসলমানদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করার সময় নিহত হয়, তবুও একই বিধান প্রযোজ্য।

একজন মুমিনের উচিত, সব সময় শহিদী মৃত্যু কামনা করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে শহিদের মর্যাদা দান করুন এবং শহিদদের সঙ্গে মিলিত করুন। (আমিন)।

শহিদী মৃত্যু কামনায় দুআ

হজরত উমর রা. দুআ করতেন—'হে আল্লাহ, আমাকে শহিদের মৃত্যু দান করো এবং তোমার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহরে মৃত্যু দাও।'

আবার তিনি নিজেই বলতেন—'এই দুটো বিষয় কীভাবে একসাথে হবে! হে উমর, তুমি শহিদের মৃত্যু চাচ্ছ, আবার মদিনায় মৃত্যুবরণের ইচ্ছে পোষণ করছ! জিহাদ তো বাইরে হয়, মদিনায় শহিদ হওয়া কীভাবে সম্ভব!' তিনি নিজেই এর উত্তর দিতেন যে, যদি আল্লাহ চান, তাহলে এই দুটো একসাথে একত্রিত করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা তার এই দুআ কবুল করেছিলেন—তাকে শহিদও বানিয়েছিলেন এবং মদিনাতেই তার মৃত্যু দিয়েছিলেন।

---

২. মিশকাতুল মাসাবিহ।

শহিদী মৃত্যু লাভের আমল

এক হাদিসে এসেছে—যে ব্যক্তি প্রতিদিন ২৫ বার এই দুআটি পাঠ করবে—

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَفِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ

হে আল্লাহ, আমার জন্য মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে বরকত দান করুন।

এই দুআর কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে শহিদের মৃত্যু দান করবেন এবং শহিদদের তালিকায় তার নাম লিখে দেবেন; যদিও বিছানায় তার মৃত্যু হয়।

এই আমল কঠিন কোনো আমল নয়, তবে শর্ত হলো, ইচ্ছা থাকতে হবে, চাইতে হবে। যদি ইচ্ছাই না থাকে, তাহলে তো সম্ভব না!

শাহাদাতের ইচ্ছা না থাকার ক্ষতি

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

> যে ব্যক্তি কখনো জিহাদে অংশ নেয়নি এবং তার অন্তরে কোনোদিন জিহাদের ইচ্ছাও জাগেনি, সে একরকম মুনাফিকের মতো মৃত্যু বরণ করল।[৩]

জিহাদের আকাঙ্ক্ষা করো

জিহাদের আকাঙ্ক্ষা আগে মনের মধ্যে তৈরি করো। আল্লাহর কাছে চাও। তাহলে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জাগবে। কে জানে, হয়ত আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়ার চাঁদর বিছিয়ে আমাদের জন্যও শহিদ হওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন।

৩. মিশকাত, পৃষ্ঠা ৩৩১

অন্য আরেক দৃষ্টিতে শহিদের প্রকার

পূর্বে বর্ণিত হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, শহিদ দুই ধরনের হয়ে থাকে।

১. পরিপূর্ণ শহিদ।

২. অপূর্ণ শহিদ বা হুকমি শহিদ।

পরিপূর্ণ শহিদ

পরিপূর্ণ শহিদ ওই ব্যক্তি, যে যুদ্ধের ময়দানে এমন অবস্থায় নিহত হয় যে, তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকে এবং আহত হওয়ার পর সে দুনিয়ার কোনো ভোগ-বিলাস গ্রহণ করেনি এবং ঔষধ বা অন্য কোনো জিনিস থেকে কোনোভাবে উপকৃত হয়নি।

এমনভাবে কেউ শহিদ হলে তার বিধান হলো—তাকে গোসল দেওয়া হবে না, তবে জানাজার নামাজ পড়া হবে। এটা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত। আর ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, এমন শহিদকে গোসলও দেওয়া হবে না, জানাজাও পড়া হবে না।

হুকমি শহিদ

এই প্রকারের শহিদগণ শাহাদাতের সওয়াব ও মর্যাদা পেয়ে যাবেন। তবে তাদেরকে সাধারণ মৃত মানুষদের মতো গোসল, কাফন ইত্যাদি দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে সব ইমামের একই অভিমত।

উপরে বর্ণিত হাদিসে এই ধরনের হুকমি শহিদদের কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্লেগ বা সংক্রামক রোগে মৃত্যু হওয়া, পেটের রোগে মৃত্যু হওয়া, দালান বা পাহাড় ধ্বসে তার নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হওয়া—এই সবগুলোই হুকমি শহিদের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে হুকমি শহিদ হিসেবে চার প্রকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা সুয়ুতি রহ. হুকমি শহিদের প্রায় ৩৮ টি প্রকার উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য উলামায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কম, কেউ বেশি সংখ্যা উল্লেখ করেছেন।

যারা শহিদের মর্যাদা পাবেন

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ.-এর মতে ৩৮ প্রকার ব্যক্তি শহিদের হুকুমপ্রাপ্ত হবেন। তন্মধ্যে কয়েকজন হলেন:

১. যিনি পেটের রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

২. যিনি পানিতে ডুবে মারা গিয়েছেন।

৩. যিনি দালান বা কোনো কিছু ধ্বসে তার নিচে চাপা পড়ে যিনি মারা গিয়েছেন।

৪. যিনি বুকের ভেতর ফুসফুস বা পাঁজরে অসহনীয় ব্যথা বা ক্ষত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৫. যিনি যক্ষ্মা রোগে মারা গিয়েছেন।

৬. সফরে মারা যাওয়া ব্যক্তি।

৭. মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি।

৮. গর্ভাবস্থায় মৃত্যুবরণ করা মহিলা।

৯. জীবন, সম্পদ বা ইজ্জত-আব্রু হেফাজত করার জন্য লড়াই করে মারা যাওয়া ব্যক্তি।

১০. যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে।

১১. পবিত্র ভালোবাসা, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী একে অপরের প্রতি ভালোবাসায় মৃত্যু (যদি হারাম প্রেমে মারা যায়, তাহলে গুনাহগার হবে)।

১২. কুষ্ঠরোগ বা জটিল চর্মরোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি।

১৩. হিংস্র জন্তুর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি ।

১৪. কোনো জালেম বাদশাহর হাতে নিহত হওয়ার ভয়ে লুকিয়ে থেকে মারা যাওয়া ব্যক্তি।

১৫. বিষাক্ত বা ক্ষতিকর প্রাণীর (যেমন,সাপ) কামড়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি।

১৬. ইলমে দ্বীন শেখার উদ্দেশ্যে আগমনকারী ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শেখা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

১৭. যিনি নিঃস্বার্থভাবে আজান দিতেন, শুধু সওয়াবের নিয়তে, কোনো বেতন নিতেন না, এমন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেও শহিদের মর্যাদা পাবেন।

১৮. সত্যবাদী ব্যবসায়ী।

১৯. যিনি পরিবার-পরিজনের জন্য হালাল রিজিকের সন্ধানে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন

২০. সমুদ্রযাত্রায় বমি ও মাথা ঘোরায় কষ্ট পেয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি।

২১. প্রতিদিন ২৫ বার এই দোআ পাঠকারী ব্যক্তি—

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ وَفِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

'হে আল্লাহ, আমাকে মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বরকত দান করো।'

২২. নিয়মিত চাশতের নামাজের আমলকারী ব্যক্তি এবং যিনি প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখতেন, আর যিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ও সফর অবস্থায় যেখানেই থাকতেন, নামাজ ছাড়তেন না এমন ব্যক্তি।

২৩. যখন উম্মতের মধ্যে ফিতনা বা বিভ্রান্তি দেখা দেবে, তখন সুন্নাহর ওপর অটল থাকা ব্যক্তি।

২৪. যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় নিচের দোআটি চারবার পড়ে এবং ওই অসুস্থতাতেই মৃত্যুবরণ করে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।'

২৫. যে ব্যক্তি প্রতিরাতে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করে।

২৬. যে ব্যক্তি প্রতিদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর একশতবার দরুদ পাঠ করে।

২৭. যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শহিদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে ।

২৮. যে ব্যক্তি জুমার দিন মৃত্যুবরণ করে।

২৯. যে ব্যক্তি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সীমান্তে ঘোড়া বেঁধে রাখে

৩০. যে ব্যক্তি যানবাহন থেকে পড়ে মারা যায়।

৩১. যে ব্যক্তি প্লেগ বা মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

৩২. যে ব্যক্তি আগুনে পুড়ে মারা যায়।

৩৩. যে নারী বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়, অথবা নিফাস (প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব) শেষ হওয়ার আগেই মারা যায়।[৪]

৪. রওজাতুস সালেহিন।

শহিদের কাফন

শহিদের ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান হলো, তাকে তার শাহাদাতের সময় পরিহিত কাপড়েই দাফন করা হয়। নতুন কাফন পরানো হয় না। যদিও সাধারণ মৃত মানুষকে সেলাই করা কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয় না, তবে শহিদের জন্য তার এই সেলাই করা পরিহিত পোশাকটাই কাফন হিসেবে গণ্য হয়।

তবে যদি অতিরিক্ত কাপড় পরা থাকে, যেমন শীতকালে কারো গায়ে যদি ভারী পোশাক বা মোটা চাদর কিংবা অতিরিক্ত কাপড় পরা থাকে—যেমন, জ্যাকেট বা কোট ইত্যাদি—তাহলে সেটা খুলে ফেলা হবে। প্রয়োজন হলে উপরে একটি চাদর দিয়ে ঢাকা যাবে, কিন্তু কাফনের জন্য প্রচলিত তিন কাপড় দেওয়া হবে না। হাদিসে এসেছে

وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم

তাদেরকে দাফন করা হবে রক্ত এবং পোশাকসহ।[৫]

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

> যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়েছেন, কেয়ামতের দিন তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবেন যে, তার শরীরে যেখানে যখম হয়েছিল সেখান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। যদিও তা দেখতে রক্তের মতো হবে, কিন্তু তার ঘ্রাণ হবে মেশকের মতো মোহনীয়।[৬]

শহিদের জানাজা

শহিদের জানাজার নামাজ পড়া হবে। তবে ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, শহিদের জানাজা পড়তে হবে না; তোমরা তাকে এভাবেই দাফন করে দাও। কারণ সে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে গেছে; তার জন্য আর শাফায়াতের (সুপারিশের) প্রয়োজন নেই। কেননা হাদিসে এসেছে—

---

৫. মিশকাত

৬. মিশকাত, পৃষ্ঠা ৩৩০

السَّيْفُ مَحَاءٌ لِلْخَطَايَا

তরবারি (শহিদ হওয়া) গুনাহগুলোকে মুছে দেয়।[৭]

অর্থাৎ কাফেরের তরবারির আঘাতটাই তার জন্য শাফায়াত হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এমনকি হাদিসে এসেছে, শহিদের রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন। শহিদের সাথে কবরের সওয়াল-জওয়াবও হয় না। অথচ শহিদ ছাড়া প্রতিটি মৃত ব্যক্তিরই এই সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখীন হতে হয়।

তবে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, 'শহিদের জানাজা পড়া হবে।' এটা একটি দীর্ঘ ফিকহি আলোচনা, এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করা অসমীচীন। তবে মূল কথা হলো, শহিদগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সম্মানজনক মৃত্যু উপহার হিসেবে পেয়েছেন, যাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'শ্রেষ্ঠতম মৃত্যু' ঘোষণা করেছেন।[৮]

শহিদের পুরস্কার

হজরত মিকদাদ ইবনে মাদি কারুবা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—আল্লাহ তাআলা শহিদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন

১. রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার আগেই তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং তাকে জান্নাতে তার স্থান দেখিয়ে দেওয়া হয়।
২. তাকে কবরের আজাব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।
৩. কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে যে ভয়াবহ আতঙ্ক থাকবে, তা থেকে তাকে নিরাপদ রাখা হবে।
৪. তার মাথায় এমন একটি মুকুট পরানো হবে, যার কেবল একটি মুক্তা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত কিছু থেকেও উত্তম।
৫. ৭২ জন হুরকে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়।
৬. তার আত্মীয়দের মধ্যে ৭০ জনের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।[৯]

৭. কানজুল উম্মাল, ৩৯৬৮৮
৮. ইসলাহি মাওয়ায়েজ
৯. তিরমিজি